মুজিবনগর দিবসে জেলা ছাত্রলীগের পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ।

শুক্রবার সকালে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন এর নেতৃত্বে এই পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি তানভীর আহমেদ, দুলাল মাহমুদ, সদর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকারনাইন বাইজিদ,

মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ, সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন আহমেদ, মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ইমাম হোসেন ইমন,

বাগোয়ান ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হাসিব মাহমুদ, সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শাহ অলিউল্লাহ সোহাগ সহ স্থানীয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

মেপ্র/এমএফআর

রাতের আধারে খাবার পৌছে দিচ্ছেন মেহেরপুর পৌর মেয়র

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ঠেকাতে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে পৌরসভার কর্মহীন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে রাতের আধারে খাবার সামগ্রী পৌছে দিচ্ছেন পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন।

প্রতিদিন রাতে একেকটি ওয়ার্ডের কর্মহীন পরিবারগুলোর বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন।

এসময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমার পৌর এলাকায় কেউ না খেয়ে অনাহারে থাকবে না। পৌরসভা সকল অসহায় কর্মহীন মানুষের পাশে থাকব আমি। সরকারের পাশাপাশি আমরা আপনার বাড়িতে পৌছে দেব খাবার সামগ্রী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর কাউন্সিলর আব্দুল্লাহ আল মামুন, শাকিল রাব্বি ইভান, সৈয়দ আবু আব্দুল্লাহ বাপ্পি, যুবলীগ নেতা সোহেল রানা, শেখ সরাফত, শাহজাহান আলী, প্রমুখ।

মুজিবনগর দিবসের প্রস্তুতি পরিদর্শনে ডিসি-এসপি

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর পালন উপলক্ষে মুজিবনগর আম্রকাননে সকল প্রস্তুতি পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার মুরাদ আলী।

বৃহস্প্রতিবার বিকালে তারা মুজিবনগর সৃতিসৌধের সকল প্রস্তুতির যায়গা ঘুরে দেখেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার(সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

উল্যেখ্য,করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচি এবার সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনি, স্মৃতিসোধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও তিন উপজেলায় তিনটি তোরণ নির্মাণ।

মেহেরপুরে ত্রাণের দাবিতে বন্দরবাসী

মেহেরপুর সদর উপজেলা বন্দর গ্রামে ত্রানের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন কর্মহীন মানুষরা।

বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে বন্দর গ্রামের প্রায় অর্ধশত মানুষ খাদ্য সহায়তার দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে।

এ সময় গ্রামবাসীরা ত্রান বিতরনে অনিয়মের অভিযোগ করেন।

তারা আরও জানায় ঘরে ঘরে সরকারী ত্রান পৌছানোর কথা থাকলেও তাদের কাছে খোজও নিচ্ছে না।

তাদের পরিবারে যে টুকু খাবার সংগ্রহ করা ছিলো এখন তা ফুরিয়ে যাচ্ছে এতে করে তো করোনার আগেই না খেতে পেয়ে মারা যাবো।

পেটে যদি খুধা থাকে তবে করোনাকে ভয় করে কি করবো।

আর কই দিন পরে তো বৌ বাচ্চা কে নিয়ে না খেয়ে থাকতে হবে।

পুরো দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষনা

দুই-তৃতীয়াংশ জেলায় নভেল করোনাভাইরাসের দেড় হাজারের বেশি রোগী পাওয়ার পাওয়ার পর গোটা দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে সরকার।

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, “যেহেতু বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এই রোগের সংক্রমণ ঘটেছে। সেহেতু সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ১১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হল।”

এর আগে ৪৩ জেলায় এই পর্যন্ত এক হাজার ৫৭২ জন কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত করার কথা জানিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ জনের মৃত্যু ঘটে করোনাভাইরাসে, এই সময়ে আক্রান্ত হন ৩৪১ জন। একদিনে এত বেশি নতুন রোগী আর মৃত্যু বাংলাদেশকে দেখতে হয়নি।

বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঢাকায় ৫৪৬ জন, নারায়ণগঞ্জে ২১৪ জন, গাজীপুরে ৫৩ জন, চট্টগ্রামে ৩১ জন, নরসিংদীতে ২৮ জন, মুন্সিগঞ্জে ২১ জন, মাদারীপুরে ১৯ জন, কিশোরগঞ্জে ১৭ জন, কুমিল্লায় ১৪ জন; গাইবান্ধা ও জামালপুরে ১২ জন করে, বরিশালে ১০ জন; গোপালগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে ৯ নয় করে করোনাভাইরাসের রোগী পাওয়া গেছে।

এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৮ জন, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহে ৭ জন করে; চাঁদপুর, নিলফামারী ও রাজবাড়ীতে ৬ জন করে; মানিকগঞ্জ ও শরিয়তপুরে ৫ জন করে; বরগুনা, নেত্রকোণা, পিরোজপুর ও রাজশাহীতে ৪ জন করে; ঝালকাঠি, শেরপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ে ৩ জন করে; ফরিদপুর, কুরিগ্রাম, লালমনিরহাট, মৌলভীবাজার, পটুয়াখালী ও রংপুরে ২ জন করে এবং চুয়াডাঙ্গা, কক্সবাজার, হবিগঞ্জ, খুলনা, লক্ষ্মীপুর, নড়াইল, নোয়াখালী ও সুনামগঞ্জে একজন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে।

ভাইরাসের বিস্তার ঠেকাতে ইতোমধ্যে ৪৮টি জেলা লকডাউন করেছে প্রশাসন। এর বাইরেও কিছু উপজেলা এবং কিছু অঞ্চলে লকডাউন জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

সুত্র- বিডিনিউজ২৪

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে করোনা মোকাবেলায়

ট্রাফিক পুলিশের অভিযান অব্যাহত

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে মানুষকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সতর্কতা অভিযান পরিচালনা করা হয় মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে।

বৃহস্পতিবার বিকালে জেলা ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয় মেহেরপুর হোটেল বাজার মোড়ে।

মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক ইনস্পেক্টর ইসমাইল জানান, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছি, যারা অযথা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে তাদের মামলা দেওয়া হয়েছে এবং বেশ কিছু অবৈধ যানবাহন আটক করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, যারা যথাযথ কাজের জন্য বাইরে এসেছে তাদেরকেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এবং তাদেরকে বাসায় যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক ইন্সপেক্টর ২ মুজতবা ট্রাফিক সার্জেন্ট নাজমুল হোসেন ট্রাফিক টিএস আই মকবুল, উত্তম, ট্রাফিক এটিএসআই জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

মেহেরপুরের ঝাউবাড়িয়া গ্রামে যুব সমাজের উদ্যোগে জীবানুনাশক স্প্রে

করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি মোকাবেলায় জন্য মেহেরপুর সদরের আমঝুপি ইউনিয়নের ঝাউবাড়িয়া গ্রামে যুব সমাজের এর উদ্যোগে গ্রামের সকল রাস্তা,দোকান, মসজিদ জীবানুনাশক ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয়েছে।

সেই সাথে সমাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকানগুলোতে রং দিয়ে গোলক চিহ্ন করে দেয়।এসময় সেখানে যুব সমাজের সকলে উপস্থিত ছিল।

সেই সাথে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের পর থেকে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি মোকাবেলায় জন্য মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের ঝাউবাড়িয়া গ্রাম সহ কুতুবপুর ইউনিয়নের সুবিপুর মোড় বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ পথ অলিখিত লকডা্কউন।, ◌্সাথে সমাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বলে তারা।

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি মোকাবেলা, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে অলিখিত লকডাউন করেছে এলাকার যুব সমাজ।

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা সনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে আজ পর্যন্ত কোন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি। আজ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা করোনা মুক্ত বলে জানান মেহেরপুর সিভিল সার্জন।

আজ বৃহস্পতিবার ২২ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে বুধবার পর্যন্ত রিপোর্ট এসেছিল ৮৪ জনের মোট মেহেরপুর জেলায় ১০৬ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে মুজিবনগরে ধোয়া মোছার কাজ চলছে

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন উপলক্ষে মুজিবনগরে শুরু হয়েছে ধোয়া মোছার কাজ।

বৃহস্প্রতিবার সকালে মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম মুজিবনগর সৃতিসৌধে ধোয়া মোছার কাজ করেন। এবং মুজিবনগরের চারপাশ বর্নিল সাজে সাজানো হয়।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তবে অন্য বারের মত জনসমাগম করে জাকজমক ভাবে পালিত না হলেও করোনা প্রকোটে সল্প পরিসরে পালিত হবে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস।

এদিকে বাইরের জেলার লোকসহ বেশি জনগন মুজিবনগরের ভিতর প্রবেশ না করতে পারে সে লক্ষে মুজিবনগরের দুইটি গেটে থাকবে নিরাপত্তা বাহিনির সদস্যরা।

মুজিবনগর দিবসে সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনি, স্মৃতিসোধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও তিন উপজেলায় তিনটি তোরণ নির্মাণ।

গত ১৩ এপ্রিল মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৪ এপ্রিল মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সংক্রান্ত প্রস্তুতি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জেলা প্রশাসক আতাউল গনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে একটি পত্রের মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

কর্মসূচিতে মুক্তি যোদ্ধার মন্ত্রণালয়, জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও জেলা প্রশাসনের পক্ষে৷ পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সংগঠন, বীর মুক্তিযোদ্ধা, অন্যান্য দপ্তর সুবিধাজনক সময়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।

তিন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর তোরণ নির্মাণের দায়িত্বে থাকবেন।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতা যুদ্ধের সুতিকাগার প্রথম বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠিত হয় ১৭ই এপ্রিল এই মুজিবনগরে।

এই সরকারের নেতৃত্বে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করা হয়।

এর পর থেকে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে প্রতি বছর এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

মুজিবনগর দিবসকে ঘিরে জন সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কিন্তু মেহেরপুর সহ সারা দেশে করোনা আতঙ্কে অন্যান্য কর্মসূচি বাতিল ঘোষনা করেছে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়।

মেপ্র/এমএফআর